দামুড়হুদায় প্রধানমন্ত্রীর উপহার,ভূমিহীন ও গৃহহীন ২৯টি পরিবারের মাঝে ঘরের চাবি হস্তান্তর

দামুড়হুদা উপজেলায় মুজিববর্ষ উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক সারা বাংলাদেশ ব্যাপী ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান (২য় পর্যায়) অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসন সরাসরি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শুভ উদ্বোধন করেন উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিতি ছিলেন।

রবিবার সকাল ১০ ঘটিকার সময় দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান, সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুদিপ্ত কুমার সিংহ, প্রকল্প কর্মকর্তা আশরাফ হোসেন, উপজেলা নির্বাহী প্রকৌশলী খালিদ হোসেন, জেলা পরিষদ সদস্য শফিউল কবির ইউসুফ, সহ দামুড়হুদা উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ।

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিতি ছিলেন জুড়ানপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন, কুুড়ুলগাছি ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান শাহ্ মোঃ এনামুল করীম ইনু, হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দীন, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে ২৯টি ভূমিহীন ও গৃগহীন পরিবারকে ঘরের চাবি ও দলিল হস্তান্তর করা হয়।

এসময় ঘর পেয়ে আনন্দে আপ্লুত হয়ে কোহিনুর বেগম নামে এক গৃহবধূ বলেন, আমি স্বপ্নেও কোন দিন ভাবিনি পাঁকা বাড়ির মালিক হবো, পরিজনদের নিয়ে সুন্দর একটি পাঁকা বাড়িতে মনের সুখে বসবাস করবো, সব যেন স্বপ্নের মতো লাগছে। আমি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দোয়া করি, আমার মাথার যতগুলো চুল আছে, আল্লাহ তাকে ততদিন হায়াত দান করেন, আমিন আমিন, আমিন।

চুয়াডাঙ্গায় ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে ভূমি ও গৃহ প্রদান

মুজিববর্ষ উপলক্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে (২য় পর্যায়) গৃহ প্রদান অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ সভাপতি শেখ হাসিনা।

রবিবার সকাল এগারো টার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক এর সম্মেলন কক্ষে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকারের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি থেকে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ৫০ জন গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারের সদস্যদের কাছে বাড়ির দলিল ও চাবি প্রদান করেন চুয়াডাঙ্গা ১ আসনের সংসদ সদস্য চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামীলীগ এর সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জেয়ার্দ্দার ছেলুন।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মুহাম্মদ সাদিকুর রহমান। উক্ত ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে ভূমি ও গৃহ প্রদান অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) আবু তারেক, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাজিয়া আফরীন, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আসাদুল হক বিশ্বাস, চুয়াডাঙ্গা সদর নির্বাহী অফিসার মুহাম্মদ সাদিকুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার মেয়র জাহাঙ্গীর আলম মালিক, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটন সহ জেলা কর্মকর্তা।

উক্ত অনুষ্ঠানে ২ য় পর্যায়ের চুয়াডাঙ্গা জেলাতে মোট ১৭৫ টি ঘর পরিবারের মাঝে হস্তান্তর করা হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কতৃক বিশেষ এই উপহার। এর মধ্যে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলায় ৫০ টি পরিবারকে গৃহ প্রদান করা হয়েছে ।এ পর্যায়ে আলমডাঙ্গা উপজেলায় ৪৫ টি, দামুড়হুদা উপজেলায় ৩০ টি,জীবননগর উপজেলায় ৫০ টি পরিবারকে গৃহ প্রদান করা হলো। এসময় প্রতিটি পরিবারকে দুই শতক জমির দলিল হস্তান্তর করা হয়।

চুয়াডাঙ্গায় লকডাউন ঘোষণা

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা ও চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা আলুকদিয়া ইউনিয়নের সাত দিনের লকডাউন ঘোষণা করেছে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার।

শনিবার বিকেল সাড়ে চার ঘটিকার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক সম্মেলন কক্ষে চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা ও উপজেলা সদরে আলোকদিয়া ইউনিয়নের সাত দিন লকডাউন ঘোষণা করে জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার ।

এ সময় জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার বলেন চুয়াডাঙ্গা সদরের করোনা ভাইরাস এর প্রকোপ ভয়াবহ বৃদ্ধির কারণে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে জেলা প্রশাসক চুয়াডাঙ্গা।। আগামী কাল সকাল ছয়টা থেকে আগামী সাতদিনের জন্য এই লকডাউন ঘোষণা করেন তিনি। সকাল ছয়টা থেকে আগামী সাত দিনের জন্য সকল প্রকার কাঁচাবাজার ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দোকানপাট দুপুর বারোটা পর্যন্ত খোলা থাকবে।শপিং মল সহ সকল প্রকার দোকানপাট বন্ধ থাকবে। চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার ভিতরে কোন প্রকার যানবাহন চলাচল করতে পারবে না শুধুমাত্র জরুরী প্রয়োজন ও সরকারি কার্যক্রম এ ব্যবহৃত যানবাহনগুলো চলাচল করবে। দূরপাল্লার সকল প্রকার গাড়ি চলাচল করবে কিন্তু সেগুলো চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার ভিতরে অবস্থান করতে পারবে না যাত্রী ওঠাতে নামাতে পারবে না। সীমিত পরিসরে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যাংক সহ সকল প্রকার সরকারি কার্যক্রম চলমান থাকবে।

তিনি আরো বলেন জেলা পর্যায়ে প্রশাসনের উপর নির্দেশনাগুলো বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নেবে এবং আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর টহল জোরদার করবে। এই আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি এই লকডাউন কে কার্যকর করার জন্য সকলের সহযোগিতা চান।

উক্ত লকডাউন ঘোষণা অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(প্রশাসন) আবু তারেক, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মুনিরা পারভীন, চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন ডা, এ এস এম

মারুক হাসান, চুয়াডাঙ্গা পৌর মেয়র জাহাঙ্গীর আলম মালিক খোকন, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাজিয়া আফরিন, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহি অফিসার মোহাম্মদ সাদিকুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আসাদুল হক বিশ্বাস সহ লকডাউন কার্যকরের সহযোগিতায় সকল প্রকার সরকারি কর্মকর্তাগণ।

দর্শনা মদনা ইউনিয়ন পরিষদের দুইশত কর্মহীন মানুষদের মাঝে খাদ্য উপহার বিতরণ

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা পারকুষ্ণপুর মদনা ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে জন-সাধারণের চলাচল সীমিত করায় কর্মহীন মানুষদের মাঝে খাদ্য প্রধান মন্ত্রির উপহার বিতরণ করা হয়েছে।

শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার সময় চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর কোভিড-১৯ করোনা ভারতীয় ভেরিয়েন্ট প্রতিরোধে জন-সাধারণের চলাচল সীমিত করায় কর্মহীন মানুষদের মাঝে প্রধান মন্ত্রির খাদ্য সামগ্রী উপহার বিতরণ করেন।

খাদ্য উপহার বিতরণ অনুষ্ঠানে সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর বলেন, আমরা একটি কঠিন সময় পার করছি। অতি জরুরী কাজ ছাড়া আপনারা কেউ ঘর থেকে বের হবেন না। সবাই একটু চলাচলে সীমিত করেন। এ দুঃসময় পার হলে বেঁচে থাকলে ঘুরাঘুরির অনেক সময় পাবেন। এছাড়া চায়ের দোকান বা কোন জায়গায় লোকসমাগম করবেন না। এসময় তিনি বেশকিছু মানুষের হাতে খাদ্য তুলে দেন। ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসা দুইশত কর্মহীন মানুষের মাঝে এসব খাদ্য উপহার বিতরণ করা হয়। এ

রা হলেন চুলকাটার দোকান, ভিক্ষুক ও চায়ের দোকানদান। এসব খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে ছিলো ১০ কেজি চাউল, ১ কেজি ডাল, ২ কেজি আলু, ১ কেজি পিয়াজ, ১ কেজি লবন ও হাফ লিটার সোয়াবিন তেল।

এসব খাদ্য উপহার বিতরণ করার সময় আরো উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা

উপজেলা চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু, পারকুষ্ণপুর মদনা ইউপি চেয়ারম্যান এস এ এম জাকারিয়া আলম, দর্শনা থানার অফিসার্স ইনচার্জ মাহাব্বুর রহমান কাজল ও পারকুষ্ণপুর মদনা ইউপি আওয়ামীলীগের সভাপতি মুন্তাজ আলী। এছাড়াও ইউপি সদস্য।

চুয়াডাঙ্গায় করোনায় আরও তিনজনের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে আরো তিন জনের মৃত্যু হয়েছে এই নিয়ে জেলায় মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়াল ৮১ জনে।

শনিবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে আইসোলেশন ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়। চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. এস এস এম ফাতেহ আকরাম মেহেরপুর প্রতিদিন কে বিষয়টি নিশ্চিত করেন এ সময় তিনি বলেন, গত ১৩ জুন চুয়াডাঙ্গা জীবননগর উপজেলার বাঁকা গ্রামের মৃত এলাহী মণ্ডলের ছেলে শুকুর আলী(৭০) জ্বর ঠান্ডা ও শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যা নিয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ইয়োলো জোনে ভর্তি হন ঐদিন সংগৃহীত নমুনার পরদিন তার করোনা শনাক্ত হয় ১৬তারিখে আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়।

শনিবার সাড়ে বারোটার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। অপরদিকে গত ১২ জুন চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার মল্লিকপাড়া মৃত আনিসুর রহমানের স্ত্রী সালেহা বেগম ঠান্ডা ও শ্বাসকষ্ট জনিত বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল ইয়োলো জোনে ভর্তি হন তিনি।১৪ জুন সংগৃহীত নমুনায় ১৬ জুন তার করোনা শনাক্ত হয়। শনাক্তের পর সালেহা বেগমকে আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। শনিবার দুপুর সোয়া একটার টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। তিনি পৌর কাউন্সিলর মাফিজুর রহমানের মা চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার বৃষ্ণপুর গ্রামের গ্রামের মৃত সৈয়দ শেখের ছেলে আক্কাস আলী গত ১৪ জুন জ্বর, ঠান্ডা ও শ্বাসকষ্টজনিতসহ সমস্যা

নিয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের ইয়োলো জোনে ভর্তি হয় আক্কাস আলী। ওই দিন সংগৃহীত নমুনায় ১৬ জুন তার করোনা শনাক্ত হয়। শনাক্তের পর আক্কাস আলীকে আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। শনিবার (১৯ জুন) বিকেল সোয়া ৪ টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. এসএসএম ফাতেহ আকরাম নিশ্চিত করেছেন। স্বাস্থ্যবিধি মেনে সবগুলো মরদেহ দাফন সম্পন্ন করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় জেলায় নতুন করে আরও রেকর্ড সংখ্যক ৭৬ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন।

করোনা সংক্রমণের একদিনের সর্বোচ্চ রেকর্ড এটি। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা ২ হাজার ৫২৩ জনে দাঁড়াল। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা থেকে সুস্থ হয়েছেন ৭ জন।

জেলায় মোট সুস্থ হলেন ১ হাজার ৯৩৮ জন। এ নিয়ে জেলায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৮১ জনে দাঁড়াল। এ পর্যন্ত জেলায় মৃত্যু হয়েছে ৭০ জনের ও জেলার বাইরে ১০ জনের। এ

দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলায় করোনা প্রকোপ ভয়াবহ বৃদ্ধির কারণে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে শনিবার বিকেল সাড়ে চার ঘটিকার সময় চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা ও সদর উপজেলার আলুকদিয়া ইউনিয়ন কে সাত দিনের লকডাউন ঘোষণা করেছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার।

দামুড়হুদা উপজেলায় কঠোর লকডাউনের ৫ম দিন! নজরকাড়া ভূমিকা ছিলো প্রশাসনের

দামুড়হুদা উপজেলা জুড়ে লকডাউনের শনিবার ছিলো ৫ম দিন। প্রশাসনের ভূমিকা ছিলো অন্যান্য দিনের মতোই নজরকারা। রাস্তায় রাস্তায়

আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর উপস্থিতি ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে বিভিন্ন অপরাধে অর্থদন্ড আদায় ও বিভিন্ন রাস্তার প্রবেশদ্বার গুলো ছিলো বড় বড় গাছের গুড়ি ও বাঁশ বেঁধে ব্যারিকেড দেয়া।

শনিবার লকডাউনের ৫ম দিনেও সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ছিলো আষাঢ়ের রিমঝিম বৃষ্টি, বৈরী আবহাওয়া। তবে মানুষের রাস্তায় চলাচলে ছিলো অন্যান্য দিনের থেকে অনেক বেশী সচেতনতা। লকডাউন বাস্তবায়নে সাধারন মানুষের মাঝেও নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে কাঁচা বাজারে চলাচল করতে দেখা গিয়েছে।

গতকাল চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন নজরুল ইসলাম সরকার একটি গণ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে উপজেলা প্রশাসনকে বেশ কয়েকটি নির্দেশ দিয়েছেন। এগুলো হলোঃ সকল প্রকার গণপরিবহ, রিক্সা, ভ্যান, সিএজি, ইজিবাইক, বাইসাইকেল ও মোটরসাইকেল চলাচল সম্পুর্ণ বন্ধ থাকবে। শুধুমাত্র জরুরী পরিবহন যেমনঃ ঔষধ, কাঁচামাল, কৃষিপণ্য, নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য সরন্জাম সংগ্রহকারী পরিবহন চলবে, সীমিত পরিসরে ব্যাংকিং সেবা আওতামুক্ত থাকবে। সকল পানের হাট ও গরুর হাট সম্পুর্ণ বন্ধ থাকবে। হোটেল, রেস্তোরা সন্ধা ৭-৩০ পর্যন্ত খাদ্য বিক্রয় ও সরবরাহ করতে পারবে। চায়ের দোকান সহ সমস্ত শপিংমল সম্পুর্ণ বন্ধ থাকবে। দূরপাল্লার সকল বাস চুয়াডাঙ্গা টার্মিনাল থেকে যাত্রী ওঠাবে এবং নামাবে। সকল প্রকার ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, সামাজিক, রাজনৈতিক, পর্যটন, বিনোদন কেন্দ্র বন্ধ থাকবে। এ আদেশ অমান্যকারীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

অপরদিকে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান লকডাউন বাস্তবায়নে গতকালও সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বিভিন্ন এলাকা মনিটরিং করেছেন। কখনো গাড়ীতে চড়ে আবার কখনো পায়ে হেঁটে মানুষের মাঝে সচেতনতার বার্তা পৌঁছেদেন। এসময় উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান সহ ৪ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে বিভিন্ন অপরাধে কয়েক জনকে অর্থদন্ডও প্রদান করেন। এদিকে গতকালও সীমান্তে বিজিবির ভূমিকা ছিলো কঠোর।

অন্যদিকে গতকাল দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ আঃ খালেক ও দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মাহবুবুর রহমানের নির্দেশে পুলিশ কঠোর ভূমিকা পালন করেন। আনসার বাহিনীর সদস্যসহ ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম পুলিশের ভূমিকাও ছিলো প্রশংসনীয়।

আলমডাঙ্গায় ভূমিহীন মহিলাকে সরকারি জমি থেকে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র : সাংবাদিক সম্মেলন

আলমডাঙ্গার ঘোলদাড়ী বাজারের এক অসহায় ভূমিহীন মহিলাকে সরকারি জমি থেকে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্রের সুবিচার চেয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেছে ভুক্তভূগী পরিবার। শনিবার বিকেলে ঘোলদাড়ি বাজারে এ সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়।

লিখিত বক্তব্যে আইলহাঁস ইউনিয়নের কুঠিপাইকপাড়া গ্রামের ফজলু রহমানের মেয়ে স্বামী পরিত্যক্তা তাসলিমা খাতুন জানান, তিনি আইলহাঁস ইউনিয়ন পরিষদের তালিকাভুক্ত ভূমিহীন। গত ৬ মাস আগে ছয়ঘোরিয়া মৌজার সরকারি ভিপি ১০৬৫-৬৬-৬৭ দাগে ৫৬ শতক জমির মধ্যে ৪ শতক জমির ওপর বসতঘর নির্মাণ করে দুটি মেয়ে নিয়ে বসবাস করছেন।

ওই জমি ভেদামারি গ্রামের মৃত মুন্নাফ গাইনের ছেলে হাবিল, আকবর ও আলী হোসেন জমিটি নিজেদের দাবি করে বিভিন্ন ভাবে জমি থেকে উচ্ছেদের চক্রান্ত করছে। মামলা মকদ্দমা করে হয়রানি করছে। বাড়ির একপাশে রাতের আধারে প্রাচীর নির্মাণ করে অবরুদ্ধ করে রেখেছে।

এছাড়া তার প্রতিবেশী সুয়াত, খাইরুল, আকরম, আব্দুল একরামুলসহ তাদের স্ত্রীরা যাতায়াতের রাস্তা তৈরি করার পাঁয়তারা করছে। এছাড়া আমাকে বিভিন্নভাবে হুমকি ধামকি ও গালিগালাজ করে আসছে।

তিনি সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে ভূমিহীন অসহায় হিসেবে প্রশাসনের সহযোগিতা ও সুষ্ঠু বিচার কামনা করেছেন।

আলমডাঙ্গায় ভূমিহীন-গৃহহীন মানুষেরা আরো পাচ্ছেন ৪৫ ঘর, সংবাদ সম্মেলনে-ইউএনও

মুজিববর্ষে ভূমিহীন-গৃহহীন সব অসহায় মানুষকে নতুন ঘর উপহার দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন, তার আওতায় আলমডাঙ্গায় আরও ৪৫ পরিবার নতুন ঘর পেতে যাচ্ছেন। প্রথম ধাপে আলমডাঙ্গা উপজেলায় ৫০টি ঘর প্রদান করা হয়। গতকাল শুক্রবার সকালে এক সংবাদ সম্মেলনে উপজেলা নির্বাহি অফিসার পুলক কুমার মন্ডল এই তথ্য জানান। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে আগামি রবিবার দ্বিতীয় ধাপে ভূমিহীন, গৃহহীন এসব পরিবারকে বিনামূল্যে দুই শতক জমিসহ সেমি পাকা ঘর প্রদান কার্যক্রমের উদ্বোধন করবেন। ডিসেম্বরের মধ্যে আরও ১ লাখ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে বিনামূল্যে জমিসহ ঘর প্রদানের পরিকল্পনার কথাও জানান নির্বাহি কর্মকর্তা। এ সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সালমুন আহম্মেদ ডন, উপজেলা সহকারি কমিশনার ভূমি হুমায়ন কবির বাদশা, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এনামুল হক, আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু।

দামুড়হুদায় ৫ জন করোনা আক্রান্ত, মৃত্যু ২৪ জনের

দামুড়হুদা উপজেলা করোনাভাইরাসের মহামারী রূপ বদলে একের পর এক আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে দামুড়হুদা উপজেলাসহ চুয়াডাঙ্গা জেলা জুড়ে। গতকাল বৃহস্পতিবার দামুড়হুদা উপজেলায় ৫ আক্রান্ত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সক্রমণের হার একটু কম থাকলেও মহামারী এই করোনাভাইরাস ভাবিয়ে তুলেছে মানুষকে। ইতি মধ্যে করোনাভাইরাসের

মহামারী ঠেকাতে দামুড়হুদা উপজেলাকে ১৪ দিনের লকডাউন ঘোষনা করা হয়েছে। আগামীকাল শুক্রবার লকডাউনের ৪র্থ দিন। গত ৩ দিন পর্যন্ত লকডাউন বাস্তবায়নে উপজেলা প্রশাসন নিরলস ভাবে কাজ করে চলেছেন।

দামুড়হুদা উপজেলায় পর্যন্ত মোট করোনাই আক্রান্ত ৫৭৮ জন, মোট মৃত্যু ২৪ জন। এদিকে গতকাল আক্রান্তের সংখ্যা কম হওয়ায় এবং কোন মৃত্যুর ঘটনা না ঘটায় লকডাউন এলাকার বিভিন্ন গ্রাম গন্জের মানুষের মাঝে কিছুটা আশার আলো জাগিয়েছে। এলাকার সাধারন মানুষলকডাউনকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে কিছু দিন কষ্ট হলেও সকলেই চায় এই মহামারীর হাত থেকে নিজেকে, নিজের পরিবারকে ও সমাজকে বাঁচাতে।

আলমডাঙ্গার জেহালায় ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযানে ৩ ব্যবসায়ীকে জরিমানা

আলমডাঙ্গার জেহালা বাজারে ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযানে ৩ ব্যবসায়ীকে জরিমানা করা হয়েছে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য বিক্রির অভিযোগে হোটেল ব্যবসায়ী ও প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্য বিধি না মানায় বস্ত্রালয়ে বৃহস্পতিবার বিকেলে ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

জানা গেছে,আলমডাঙ্গার সহকারী কমিশনার ভূমি হুমায়ন কবির বিকেলে জেহালা বাজারে ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য সামগ্রী বিক্রি ও পরিবেশন করার দায়ে মদন মোহন মিস্টান্ন ভান্ডারের মালিক উজ্জল অধিকারীকে ২ হাজার টাকা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্য বিধি না মেনে খরিদ্দার নিয়ে বেচাকেনার সময় মায়ের দোয়া বস্ত্রালয়ের মালিক শিমুল হোসেনকে ৫শ’ টাকা ও একই অপরাধে আরেক ব্যবসায়ীকে ৫শ’ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা কালে উপস্থিত ছিলেন একদল পুলিশ ফোর্স।